উপমায় কবিতা ও বনিতা

দুলাল ভৌমিক

এক

কবির অপার স্বাধীনতা তার কাব্যে উপমা ব্যবহারে। এ ক্ষেত্রে তিনি বল্গাহীন হরিণ, অবাধ-গতি। তাই এক লাফে আকাশের চাঁদ ছুঁয়ে এলে, সাগরে নেমে তিমির দাঁত গুণে এলে কিংবা সৌরমণ্ডলে অবসর যাপন করে এলেও তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। কারণ তার জগৎ আর সাধারণের জগৎ এক নয়। তার জগতে পুষ্পাঘাতে মানুষ কাতর হয়, বালি পেষণে তেল পাওয়া যায় ইত্যাদি। অর্থাৎ কবির রাজ্যে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বাস্তবের সুন্দর সেখানে অসুন্দর হতে পারে, আবার বাস্তবের অসুন্দরও হতে পারে চরম সুন্দরের প্রতীক। এখানেই কাব্যতা। বাস্তবকে ঘিরে অবাস্তবের যে আবহ সৃষ্টি করে কবি নতুনভাবে আমাদের চিনিয়ে দেন বাস্তবকে, সেই আবহটুকুই হচ্ছে কাব্য। এই আবহটুকু সাধারণভাবে বাস্তবে থাকে না, এ কবির একান্ত নিজের সৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ চাইলে কবির সৃষ্টি-ক্রিয়া হয় ব্যাহত। স্বপ্ন- দ্রষ্টার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় সে স্বপ্ন দেখছে কেন তাহলে তার স্বপ্নটাই যাবে ভেঙে, স্বপ্ন-সৌধ আর রচিত হবে না, কারণ স্বপ্নলোক আর মনুষ্যলোক এক নয়। কবির কাব্যলোক এই স্বপ্নলোকের মতোই, যার সম্ভাবনা অনন্ত ও যুক্তিহীন। তাই কাব্যলোকের কৈফিয়ৎ মনুষ্যলোকে চাওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয় এবং তা দেওয়াও সম্ভব নয়।

কাব্যলোকের অধিবাসী কবি আপন সৃষ্টির তুলনা খোঁজেন আকাশের চাঁদ থেকে মর্তের ধূলি-কণার মধ্যেও। যেখানে যার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান তার সৃষ্টির সমধর্মিতা তাকেই করেন উপমার বিষয়—হোক না তা অপরের কাছে অসম্ভব কিংবা অসুন্দরও।

কাব্যে উপমা-প্রয়োগে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ সবার অগ্রে না হোক পশ্চাতে যে ছিলেন না একথা নিশ্চয়ভাবে বলা যায়, কারণ কাকে না তারা করেছেন উপমার

বিষয়? সূর্য, চন্দ্র, তারা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফুল, ফল, তৃণ, নদী, জল, জলধি, কীট, পতঙ্গ... কি না? তবে সবক্ষেত্রে সকলে সমান সফলতা পেয়েছেন কি-না সে কথা ভিন্ন।

সংস্কৃত সাহিত্যে উপমা-প্রয়োগে কালিদাস শ্রেষ্ঠ[১] এ সিদ্ধান্ত বিদগ্ধ কাব্য-রসিকদের। কেউ কেউ আবার বিশেষ কোন উপমা প্রয়োগ করে ভূষিত হয়েছেন বিশেষ উপাধিতে বা নামে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যের স্রষ্টা মহাকবি মাঘ। তিনি উদীয়মান সূর্য এবং অস্তগামী চন্দ্রের মধ্যবর্তী অচল-শিখরকে দুই পাশে দুই ঘন্টা বাঁধা গজরাজের সঙ্গে তুলনা করে পণ্ডিতমহলে পরিচিত হয়েছেন 'ঘন্টা-মাঘ' নামে।[২] মাঘের এমনি অনন্য- সাধারণ উপমা আরও আছে যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। এখানে যে বিষয়টি বিবেচ্য তা হলো আকাশের চন্দ্র-সূর্যকে ঘন্টা এবং পর্বতকে হাতি মনে করা কতইনা কষ্ট-কল্পিত, অথচ তিনটিকে একত্র করে কবি নির্মাণ করেছেন এক অপূর্ব উপমা। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে কবিদের উপমার জগৎ অসীম, অসাধারণ এবং অদ্ভুত।

অন্যান্য ভাষার কবিদের মতো সংস্কৃত কবিদের উপমার জগৎও অসীম, তবে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য কেবল অল্প ব্যবহৃত অথচ অভিনব দুটি বিষয়—কবিতা ও বনিতা। কয়েকজন কবিই কবিতাকে তুলনা করেছেন বনিতার সঙ্গে। তুলনার বিষয় বা ভঙ্গি অবশ্যই ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে কাব্যের স্বরূপ এবং কবিতার গঠন সম্পর্কেও ইঙ্গিত করা হয়েছে উপমার মাধ্যমে। উপমাগুলি যথার্থই প্রাসঙ্গিক, ভাবব্যঞ্জক এবং চিত্তাকর্ষক।

দুই

বনিতার সঙ্গে কবিতার উপমার দৃষ্টান্ত স্বরূপত কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে বৈদিক সাহিত্যেই দৃষ্ট হয়। সেখানে কবিতার স্থলে বাক্-এর তুলনা করা হয়েছে বনিতার সঙ্গে। বাক্ অর্থাৎ শব্দবিদ্যা বা শব্দতত্ত্ব সকলের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করে না, অর্থাৎ যে-কেউ শব্দতত্ত্ব অর্জন করতে পারে না। বাক্ কেবল তার অর্থবোদ্ধার নিকটই স্বরূপ উন্মোচন করে, যেমন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করে প্রেমপূর্ণা কাময়মানা সুবসনা ভার্যা।[৩] উপমাটি চমৎকার! পতির কাছে পত্নীর অপ্রদর্শনীয় কিংবা অজ্ঞাপনীয় কিছু থাকে না, যা পতিভিন্ন অন্যদের কাছে থাকে সুগুপ্ত। তেমনি যারা নিরক্ষর অবোদ্ধা, বাক্ তাদের কাছে থাকে সম্পূর্ণই অজ্ঞাত।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসও উপমা-প্রয়োগে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে কবিতা (বাক্) ও বনিতা প্রসঙ্গ এনেছেন। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের প্রারম্ভিক শ্লোকে তিনি বাক্ ও অর্থ যেমন সম্পৃক্ত তেমনি সম্পৃক্ত পার্বতী-পরমেশ্বরকে বন্দনা করেছেন।[৪] শিব অর্ধনারীশ্বর বলে খ্যাত, অর্থাৎ শিব ও পার্বতী মিলে এক দেহ; এক থেকে অন্য অভিন্ন, যেমন অভিন্ন বাক্ এবং অর্থ। বাক্, বাক্য বা শব্দ কখনোই অর্থহীন হতে পারে না। তাই বাক্ এবং অর্থের এই নিত্য সম্বন্ধের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন

পার্বতী-পরমেশ্বরের অভিন্ন সত্ত্বা এবং অভিন্ন অঙ্গের। 'বাক্' স্ত্রী-লিঙ্গান্ত পদ, তাই বাক্-এর সঙ্গে তুলিত হয়েছেন পার্বতী, আর 'অর্থ' পুংলিঙ্গ বলে তার সঙ্গে শিব।

তিন: এক

প্রত্যক্ষভাবে বনিতাকে কবিতার উপমান করেছেন কালিদাস থেকে অনেক পরবর্তী কালের কয়েকজন কবি। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতার্কিকের নাম। 'রঘুনাথ কবিতার্কিক' সম্পূর্ণ নাম হলেও তিনি পরিচিত 'কবিতার্কিক' হিসেবে।

কবিতার্কিক ছিলেন ভুলুয়ারাজ (বর্তমান নোয়াখালী) লক্ষ্মণমাণিক্যের পুরোহিত (মতান্তরে প্রধানমন্ত্রী বা সভাকবি)। তাঁর কাল খ্রীস্টীয় ১৬শ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৭শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত।

কবিতার্কিকের একখানা একাঙ্ক প্রহসন (কৌতুকরত্নাকর) এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার একটি পুঁথি (নং ১৮২১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (পুঁথিটির ৮ম ও ৯ম পত্র নেই)। এই প্রহসনটির প্রস্তাবনায় (Prologue) লক্ষ্মণমাণিক্যের কবিত্ব-শক্তির[৫] পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি প্রথম বনিতা বা যুবতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন কবিতার। প্রাচীন ভারতে রাজকন্যাদের (বিশেষত) স্বয়ম্বরা হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বয়ম্বর-সভায় আগত রাজা-রাজপুত্রদের মধ্য থেকে রাজকন্যা পছন্দমতো একজনের গলায় বরমাল্য পরাতেন। এই স্বয়ম্বরা রাজকন্যার সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন কবিতাকে। কবিতা দীর্ঘকাল কালিদাসাদি কবিদের মধ্যে অভিলষিত বর অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে লক্ষ্মণমাণিক্যকে পেয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এবং তাঁকেই সে গ্রহণ করে বর হিসেবে–

> কবিতা-কুমারী চিরদিবসাবধি অভিলষিতং বরমীহমানা কালিদাসাদিস্বপি অনধিগতমনোবৃত্তিঃ সকলকলাকলাপকুশলং যমধিগম্য ভারতী স্বয়মেব করগ্রহং বব্রে। তথাহি–
>
> সস্নেহং জনিতা সুকোমলপদা বাল্মীকিনা তৎপরং
> বাৎসল্যাদ্বিবিধৈ রসৈর্ভগবতা ব্যাসেন সংবর্ধিতা।
> মাধুর্যং গমিতা সুবর্ণসদলঙ্কারৈর্ময়ূরাদিভিঃ
> সংপ্রাপ্তা দয়িতং চিরেণ কবিতা শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতিম্ ।। ১৫।।

কবিতা এবং বনিতা বা যুবতীর চমৎকার তুলনা করা হয়েছে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে। শ্লোকটির সারমর্ম এই–বাল্মীকি প্রথম সস্নেহে সুকোমল পদাবলীতে কবিতার জন্ম দেন।[৬] তারপর বাৎসল্যবশত বিবিধ রসযোগে একে লালন-পালন (সংবর্ধিত অর্থাৎ বিকশিত) করেন ব্যাসদেব। এভাবে কবিতা যখন যুবতীতে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কারে (অর্থাৎ কাব্যের অলঙ্কারে) তাকে মাধুর্য-মণ্ডিত করেন ময়ূরাদি কবিগণ। অতঃপর পূর্ণ-যৌবনা যুবতীর ন্যায় দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর কবিতা-কুমারী লক্ষ্মণমাণিক্যকে লাভ করে তার কাঙ্ক্ষিত বর হিসেবে। শ্লোকটি

পড়তে পড়তে চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে একটি কন্যা-সন্তানের জন্ম থেকে পরিপূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী যুবতীতে পরিণত হওয়া এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চিরকাঙ্ক্ষিত বর লাভ করার দৃশ্যগুলি। এছাড়া কবিতা বা কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কেও ইঙ্গিত রয়েছে শ্লোকটিতে। কবিতার্কিকের মতে কবিতা বা কাব্যের পদগুলি হবে সুকোমল, সরস, সালঙ্কার এবং মাধুর্যমণ্ডিত।[৭]

তিন: দুই

বিগতযৌবনা নারী যেমন কারও দৃষ্টি কাড়ে না, তেমনি প্রাচীন কবিতাও আবেদন জাগায় না নবীনদের মধ্যে। পক্ষান্তরে নববধূ যেমন আকর্ষণীয়া, তেমনি নবীন কবিতাও প্রমোদাবহা অতিশয় কাব্যরসিকদের কাছে। এই উপমাটি কবিতার্কিক তুলে ধরেছেন এভাবে–

> ... অভিনবকাব্যমতিশয়প্রমোদাবহমেবাতিরসিকসভ্যানাম্। তথাহি–
> ন তাদৃক্ সুখমাধত্তে জরতীব পুরাতনী।
> কবিতা কৃতিনাং যদ্বল্লভা নববধূরিব।। ২২ ।।

এই শ্লোকটিতে আধুনিক কবিতা বা কাব্যের প্রতি কবিতার্কিকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের রুচিও যে বদলায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় উপর্যুক্ত শ্লোকটিতে।

তিন: তিন

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন আলঙ্কারিক বিভিন্ন কথা বলেছেন। আচার্য মম্মট কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলেছেন– নির্দোষ, গুণযুক্ত, অলঙ্কৃত, কখনো বা অনলঙ্কৃত শব্দ ও অর্থই কাব্য।[৮] কবিতার্কিক কাব্যের এই সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন নি। তাঁর মতে সরস কাব্যে সামান্য দোষ থাকলেও বিদগ্ধ কাব্য-রসিকজন তাতেই আনন্দ পান। স্বীয়মতের সমর্থনে দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তুলে ধরেন বনিতার সঙ্গে কবিতার উপমাটি। এক্ষেত্রে উপমান হিসেবে অবশ্য তিনি রসালকেও গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন–

> অস্তি বা কবিতায়াং লঘীয়সোপি দোষস্যাঙ্কুরস্তথাপি বৈদগ্ধ্যমহার্ণবানাং গুণবেলাতরলিতানন্দলহরীভিরভিভূয় তত্র বসঃ। তথাহি–
> অনাস্বাদ্যা সদ্ভির্যদি তু মৃদুদোষা হি কবিতা
> তদা পীত্বা কান্তাধরমুদিতদন্তব্রণকুলম্।
> মনাগ্ভিন্নং কীটৈ রসময়রসালঞ্চ সহসা
> রসজ্ঞা নামোদং বিদধতু নিমীল্যেক্ষণযুগম্ ।। ২৬ ।।

অর্থাৎ সামান্য দোষ থাকলেই যদি কবিতা অনাস্বাদ্য হয় তাহলে প্রেয়সীর দন্তক্ষতযুক্ত অধর এবং সামান্য কীটদষ্ট সরস রসালও বিস্বাদ হতো, কিন্তু তা হয়

না; কারণ 'দন্তক্ষত' সামান্য দোষ হলেও ভাবাবিষ্ট মুদিত-নয়ন প্রেমিক প্রেমিকার সেই দন্তক্ষতযুক্ত অধরই পান করে; অনুরূপভাবে মানুষ তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করে সামান্য কীটদষ্ট সরস রসালও। কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে কবিতার্কিক মূলত বিশ্বনাথ কবিরাজের মতকেই সমর্থন করেছেন। বিশ্বনাথের মতে সরস বাক্যই কাব্য[৯], সামান্য দোষ সেখানে কাব্যত্বের বাধক হয় না; ক্ষেত্রবিশেষে উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ হতে পারে মাত্র। উদ্ধৃত শ্লোকটিতে অতি চমৎকারভাবে কবিতা ও বনিতার উপমা-প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে তুলনার বিষয় অর্থাৎ সামান্য-ধর্ম উভয়ের উৎকর্ষ-অপকর্ষ।

তিন: চার

কবিতার্কিক শেষবারের মতো কবিতা ও বনিতার তুলনা করেছেন পরশ্রী-অকাতর পরগুণগ্রাহী সজ্জন কবিদের উদার মানসিকতা প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য–

অপি নিজকবিতাভির্মোদিতাঃ কেপি ধীরা
বিদধতি খলু মোদং কাব্যবন্ধে পরেষাম্।
কিমু নিজমদিরাক্ষীরূপতারুণ্যতৃপ্তঃ
পরবরবনিতায়াং লোচনং মা তনোতি ।।২৭।।

শ্লোকটির মর্মার্থ এই যে, যারা মহৎ কবি তারা নিজের সৃষ্টিতে আমোদিত হয়েও অপরের সৃষ্টিতেও আনন্দ সন্ধান করেন অর্থাৎ আনন্দ পান। এ হচ্ছে সুন্দরের প্রতি তাদের সদর্থক-সাত্ত্বিক এষণা, ভালর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা; যেমন নিজ মদিরনয়না ভার্যার রূপ-যৌবনে সন্তৃপ্ত হয়েও মানব-দৃষ্টি পান করে অপরের সুন্দরী স্ত্রীর সৌন্দর্যসুধা–যার প্রেরণা কেবল বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার অদম্য সৌন্দর্য-পিপাসা। কবিতা ও বনিতার উপমা প্রয়োগে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও কবিতার্কিকের প্রাতিস্বিকতা স্বীকার্য।

তিন: পাঁচ

চন্দ্রমাণিক্য নামে ভুলুয়ার একজন রাজা ছিলেন–লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র। খ্রীস্টীয় ১৭শ শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর একটি শতককাব্য আছে-অপদেশশতক। এর একটিমাত্র পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (নং ২৫৯৮)। কাব্যটি ৮২টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে একটি শ্লোকে তিনি তুলনা করেছেন কবিতার সঙ্গে বনিতার।

যারা রসজ্ঞ, বোদ্ধা–কবিতার রসাস্বাদন-ক্ষমতা যাদের আছে কেবল তারাই পারে কবিতার মর্মোপলব্ধি করতে; তাদের হাতেই কবিতা হয়ে ওঠে যথার্থ অর্থবহ। কিন্তু যারা অরসিক, রসগ্রহণে অক্ষম তাদের হাতে পড়লে কবিতার জন্যই

হয় ব্যর্থ, হোক না সে কবিতা সালঙ্কারা, আনন্দদায়িনী এবং প্রতিপদে সরসা ও গুণবতী। চমৎকার একটি উপমার মাধ্যমে কবি এই বিষয়টি সুবোধ্য করেছেন, যেমন নপুংসকের হাতে পতিত সুন্দরী স্ত্রীর জীবন হয় ব্যর্থ—

তাদৃক্ সুবর্ণসদলঙ্কৃতিমাদধানা
মোদাবহা প্রতিপদং সরসা গুণাঢ্যৈঃ।
স্যান্নিষ্ফলৈব কবিতা বত পামরেষু
পণ্ডস্য পাণিপতিতা বরবর্ণিনীব ।। ৪১ ।।

প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে একজন নারীর জীবন সার্থক হয় একজন সক্ষম পুরুষের সংযোগে, যা কখনোই সম্ভব নয় একজন নপুংসকের দ্বারা। তাই কবি বলছেন নপুংসকের (পণ্ড) হাতে পতিত যুবতীর জীবন যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি ব্যর্থ হয় মূর্খের (পামর) হাতে পতিত কবিতাও।

উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রথম দুই পাদের পদগুলি দ্ব্যর্থবোধক। অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে কবি এই পদগুলি কবিতা এবং বনিতা উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। সুবর্ণাদি অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে বিবিধ গুণের দ্বারা প্রতিটি ক্ষেত্রে সরসতা বা যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সুন্দরী স্ত্রী যেমন সকলকে আনন্দ দেয়, কবিতাও তেমনি উপমাদি অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে বিবিধ কাব্যগুণ এবং প্রতিটি সরস পদের দ্বারা কাব্যরসিকদের করে আনন্দিত, বিমোহিত। কিন্তু উভয়ই আবার ব্যর্থ হয় যথাক্রমে নপুংসক ও অরসিক বা মূর্খের হাতে পড়ে।

তিন: ছয়

আলোচ্য প্রসঙ্গে অজ্ঞাতনামা একজন কবির দুটি চমৎকার শ্লোক পাওয়া গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি-গবেষণা কালে। একটিমাত্র পত্রের (নং ১৬৯২৯) উভয় পার্শ্বে মোট ২০টি শ্লোক। তন্মধ্যে দুটি শ্লোকে তিনি তুলনা করেছেন কবিতা ও বনিতার। শ্লোক দুটি অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত।

কবিতা রচনার পূর্বশর্ত বিশেষ অনুভূতি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীর দর্শন। সাধারণ মানুষ কোন কিছুকে যেভাবে অনুভব করে, কবিকে তা অনুভব করতে হবে অন্যভাবে; সাধারণ মানুষ যে দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে জীবন ও জগৎকে দেখে, কবিকে দেখতে হবে নিশ্চয় অন্য দৃষ্টি এবং বোধ দিয়ে। এই বিশেষ অনুভূতি এবং বিশেষ দর্শনের ফলে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় যে ভাব ও রসের—যথার্থ শব্দযোগে সেই ভাব-রসের প্রকাশই হচ্ছে কবিতা, ব্যাপক অর্থে সাহিত্য। এ অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত, বরং বল প্রয়োগে বিপরীত ফল ফলে। এ যেন ঠিক ফুলের পাপড়ি-মেলা, প্রাকৃতিক নিয়মে; শক্তি প্রয়োগের পীড়নে ম্লান হয় তার মোহন-সৌন্দর্য। সুতরাং জোর করে যেমন ফুল ফোটানো যায় না, তেমনি জোর করে হয় না কবিতা লেখাও। কবিতার ভাব এমনি মনের মধ্যে গুঞ্জরি ওঠে, কবির কাজ তাকে শব্দের অবলম্বনে ভাষার দরজা দিয়ে বাইরে আনা। কবিতার ক্ষেত্রে

জোরাজুরি চলে না। জোর করে শব্দের মালা গাঁথা যায়, কিন্তু কবিতা হয় না, কারণ জোরাজুরিতে রসভঙ্গ হয়। আবার কবিতার মর্মোপলব্ধি করতে হলে, রসাস্বাদন করতে হলে মনটিও হতে হয় সরস। মনের রসগ্রহণ-ক্ষমতা থাকা চাই। আকাশে বেতারের কথা ভেসে বেড়ায়, কিন্তু যার বিশেষ গ্রাহক যন্ত্র আছে কেবল সে-ই পারে তা ধারণ করতে, শুনতে। কবিতার মতো বনিতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কবি তাই বলছেন-

কবিতা বনিতা চৈব আয়াতা রসদায়িকা।
বলাদাকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বিরসায়তে ।। ৪ ।।

অর্থাৎ রসবতী কবিতা এবং বনিতা আপনি এসে উপস্থিত হয়, বলপ্রয়োগে আনতে গেলে তাদের শুধু রসভঙ্গই হয় না, তারা হয় বিরস বিস্বাদ। কবিতার মতো বনিতাও আপনিই স্বামীর কাছে এসে ধরা দেয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে বলপূর্বক কাছে টানলেও তার ভালবাসা পাওয়া যায় না, হৃদয় পাওয়া যায় না। তাই হৃদয় দিয়েই তার হৃদয় পেতে হয়, তাকে বুঝতে হয়, তবেই সে কাছে আসে রসের ভাণ্ডার নিয়ে। শ্লোকটির বর্ণনায় কবিতা ও বনিতা যেন সাধর্ম্যে একেবারেই একীভূত হয়ে গেছে।

এরপরই কবিতা ও বনিতার সার্থকতা সম্পর্কে কবি দ্বিতীয় শ্লোকটি রচনা করেছেন–

তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া।
পদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া ।। ৫ ।।

[সেই কবিতা কিংবা বনিতায় কি প্রয়োজন যা পদবিন্যাসমাত্র মন হরণ না করে?]

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কামশাস্ত্রের একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় কামশাস্ত্রে নারীদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। নারীর চলন-বলন, উঠন-বসন, মনন-করণ, শরীর-মন ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে বিচিত্র ব্যাখ্যা। নারীর চলন অর্থাৎ গতির ভঙ্গি কেমন হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মরাল যেমন হেলে-দুলে চলে নারীর চলার ভঙ্গিও হবে তদ্রূপ। তাইতো উত্তমা নারীর অন্যতম বিশেষণ 'মরালগামিনী', অর্থাৎ নিতম্ব-ভারে তার চলার গতি হবে ঈষৎ মন্থর। মহাকবি কালিদাসও উত্তমা নারীর গতি সম্পর্কে একই মত ব্যক্ত করেছেন।[১০] উত্তমা নারী যখন হেলে-দুলে ঈষৎ মন্দ-গতিতে চলে তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপই হরণ করে পুরুষের মন। কবি তাই বলছেন–সেই নারীর সার্থকতা কোথায় যার চলার গতি অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপ (পদবিন্যাসমাত্রেণ) মানুষের মন জয় না করে? এখানে 'পদবিন্যাসমাত্রেণ' পদটি কবিতার ক্ষেত্রেও ভিন্নার্থে প্রযোজ্য। কবির ভাষায় সার্থক কবিতা হবে তা-ই যার প্রতিটি পদ রসে-ভাবে-ব্যঞ্জনায় আর প্রাসঙ্গিকতায় আকর্ষণ করবে কাব্যরসিকদের মন। মোতির মালায় একটি মৃৎপিণ্ডও

যেমন সৌন্দর্য ভঙ্গ করে, তেমনি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে অপপ্রযুক্ত একটিমাত্র পদও কারণ হয় রসভঙ্গের। কবিতার ক্ষেত্রে 'পদবিন্যাসমাত্রেণ' পদ দ্বারা কবি এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।।

২ উদয়তি বিততোর্ধ্বরশ্মিরজ্জাবহিমরুচৌ হিমধাম্নি যাতি চাস্তম্।
বহতি গিরিরয়ং বিলম্বিঘন্টাদ্বয়পরিবারিতবারণেন্দ্রলীলাম্ ।।(৪/২০)

৩ উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো তস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।। (ঋগ্বেদ-১০/৭১/৪)

৪ বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ।। (১/১)

৫ লক্ষ্মণমাণিক্য স্বয়ং একজন বড় কবি ছিলেন। তিনি অনেক নাটক রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর দুটি নাটকের (বিখ্যাতবিজয় এবং কুবলয়াশ্বচরিত) পুঁথিই আবিষ্কৃত হয়েছে। একটির (বিখ্যাতবিজয়ের) পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (নং ৪৩২৮)। তিনি 'সৎকাব্যরত্নাকর' নামে একখানা কাব্যও রচনা করেছিলেন বলে কবিতার্কিকের কৌতুকরত্নাকরে উল্লেখ আছে।

৬ বাল্মীকি প্রথম কবিতার জন্ম দেন—একথার তাৎপর্য এই যে, একদা ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি নিহত হলে অন্যটির করুণ বিলাপ শুনে বাল্মীকির অন্তরে যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয় তা-ই অনুষ্টুপ্ ছন্দে প্রথম কবিতাকারে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এভাবেই বাল্মীকির হাতে প্রথম কবিতার জন্ম হওয়ায় তিনি আখ্যাত হন 'আদিকবি' বলে। ঐ সময় যে কবিতাটির মাধ্যমে তিনি শোক প্রকাশ করেন বলে কথিত হয় তা এরূপ-
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ।।
—(অধ্যাত্ম রামায়ণঃ বালকাণ্ড-২/১৫)

৭ আলোচ্য শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায় কালিদাস সম্পর্কে, যার রচয়িতা অজ্ঞাত। শ্লোকটি এরূপ-
"বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।
যা সূতামরসিংহমাঘধনিকান্ সেব্যং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং বা জনং নাশ্রিতা।।"

৮ "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।" (কাব্যপ্রকাশ)

৯ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" (সাহিত্যদর্পণ- ১ম পরিচ্ছেদ)

১০ "শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্।" (মেঘদূতঃ উত্তরমেঘ-২১)